অভিমত

উচ্চ মাধ্যমিকের ফলে তিন বার্তা

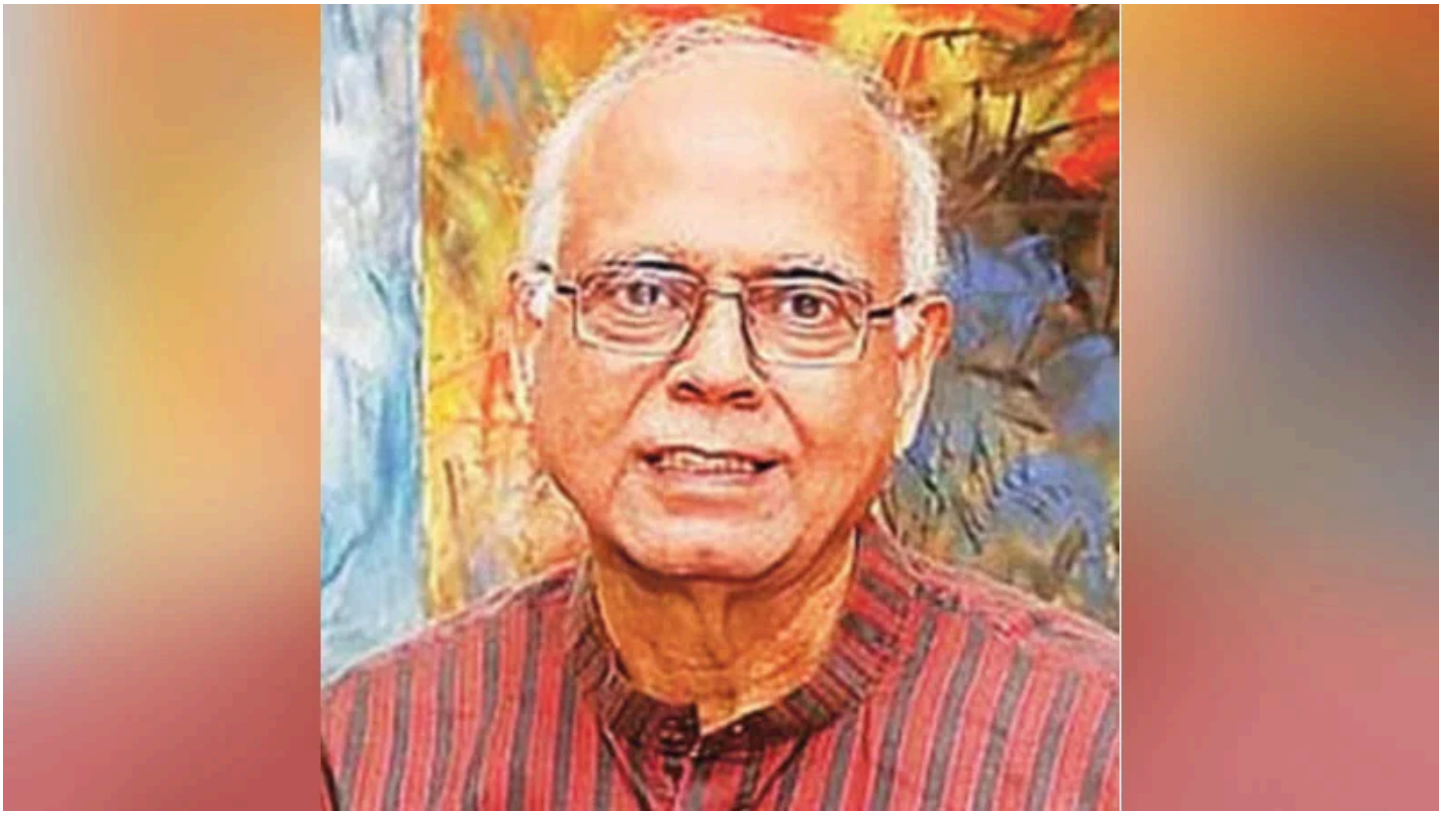

মনজুর আহমদ

মনজুর আহমদ

প্রকাশ: ১৭ অক্টোবর ২০২৫ | ০৮:১৫ | আপডেট: ১৭ অক্টোবর ২০২৫ | ১০:৩৮

| প্রিন্ট সংস্করণ

খবরের শিরোনাম ‘উচ্চ মাধ্যমিকের চৌকাঠ পেরুতে পারেনি প্রায় অর্ধেক পরীক্ষার্থী’। এইচএসসি ও সমমানের পাসের হার এবার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। ২০২৪-এ এই পাসের হার ছিল ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। আরও আগের বছরগুলোতে পাসের হার ছিল ৮০ শতাংশ ছাড়িয়ে। জীবনের এক সন্ধিক্ষণে ভবিষৎ নির্ধারণী এই পরীক্ষার প্রতি দশজনে চারজনের বেশি অকৃতকার্য হওয়া শুধু এই শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, সবার জন্য হতাশার কারণ। এই ফল তিনটি বার্তা বহন করে।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার সিদ্ধান্তদাতা ও নীতিনির্ধারকদের জন্য মূল বার্তা একটি প্রশ্ন- সামগ্রিকভাবে শিক্ষা খাত ও বিশেষত জীবনের ভিত্তিমূলক বিদ্যালয় শিক্ষা আর কতদিন অবহেলিত থাকবে?

ইতিহাসে দেখা যায়, ঔপনিবেশিক কালে ও পাকিস্তানের আধা-ঔপনিবেশিক শাসনের সময় শিক্ষার সুযোগ সীমিত ছিল এবং পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার হারও ছিল ৫০-৬০ শতাংশের কাছাকাছি। স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার হলো বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যার হিসাবে। কিন্তু মানের উন্নতি হলো না এবং বড় পরীক্ষাগুলোতে পাসের হারও ছিল ঔপনিবেশিক কালের মতোই ৫০-৬০ শতাংশের কাছাকাছি।
১৯৯০-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতার অধিকারী হলো। ক্রমে পরীক্ষার পাসের হার বাড়তে শুরু করল। যেন এটা কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিতদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। কারণ শিক্ষার গুণগত কোন পরিবর্তনের ফলে পরীক্ষার ফলে উন্নতি হলো, তা বোঝা গেল না।

এই ধারাই তারপর চলে এসেছে। প্রায় প্রতিবছর দেখা গেল পাসের হার আগের চেয়ে বেড়েছে। ২০২০-২১ সালে কভিড অতিমারিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর সীমিত পাঠ্যক্রম ও স্বয়ংক্রিয় উত্তরণের (অটোপাস) বদৌলতে পাসের হার ধরে রাখার চেষ্টা করা হলো।

প্রচলিত রাজৈনিতক প্রভাব বিরহিত বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাসের হার বাড়িয়ে শিক্ষার উন্নতির বয়ান তৈরি করার প্রয়োজন মনে করেনি। তাই পুরোনো দিনের গড় হারের পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক ধারা একুশ শতকের পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য নয় এবং সেই ধারায় আমরা ফিরে যেতে পারি না। শিক্ষার এই দুরবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের ও সরকারের উচ্চতম রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্ণধারদের অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।

প্রত্যাশিত সাধারণ নির্বাচনের পর নতুন রাজনৈতিক সরকার গতানুগতিক শিক্ষার উন্নয়নের বয়ান তৈরির খেলায় নিমগ্ন হবে না। আমরা কি সে আশা করতে পারি?

দ্বিতীয় বার্তাটি, যে শিক্ষার্থীরা ভালো ফল দেখিয়েছে তাদের জন্য। তারা অভিনন্দের দাবিদার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃতিত্বের কারণ বিদ্যালয়ের পড়ালেখার মান বা পরিবেশের চেয়ে শিক্ষার্থীদের নিজেদের উদ্যম ও অধ্যাবসায়। আর আছে পরিবারের ত্যাগ ও নিষ্ঠা।

কন্যা শিক্ষার্থীরা পাসের হার ও জিপিএ ৫-এ ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে। মেয়েদের একাগ্রতা, নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নিবন্ধ থাকা এবং সেই উদ্দেশ্যে দৃঢ় অঙ্গীকার ছেলেদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। প্রতিভাধর শিক্ষার্থীরা আরও সফল হোক নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে এবং দেশে ও সমাজের জন্য তাদের অবদানে।

বড় সংখ্যার শিক্ষার্থী যারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি বা আশানুরূপ ভালো ফল করেনি তাদের জন্য বার্তা- তারা অনেকাংশে আমাদের ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থার ও বহুমাত্রিক সামাজিক বৈষম্যের শিকার। তাদের হাল না ছেড়ে আবারও চেষ্টা করতে হবে। ব্যর্থতার কারণগুলো চিহ্নিত করে এগুলোকে জয় করতে হবে। এ কথাও মনে রাখতে হবে- আনুষ্ঠানিক উচ্চতর শিক্ষাই জীবনের সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি নয়।
প্রত্যেকে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি ও আগ্রহের ক্ষেত্র আবিষ্কার করে ভবিষ্যতের পথ তৈরিতে সচেষ্ট হতে হবে।

ড. মনজুর আহমদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিশু বিকাশ নেটওয়ার্কের সভাপতি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের উপদেষ্টা।

বিষয় : মতামত